ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব

INDRARANG MAHOTSAV 2019

একটি অফ্ অফ্ একাডেমি প্রয়াস

পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ

আয়োজিত

পশ্চিমবঙ্গের জেলা-ভিত্তিক (কলকাতা ব্যতীত)
প্রতিযোগিতামূলক সর্ববৃহৎ পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব

উৎসব অধ্যক্ষ
ব্রাত্য বসু

উৎসব আহ্বায়ক
ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী

৩-৭ নভেম্বর, ২০১৯। মোহিত মৈত্র মঞ্চ, কলকাতা

প্রসঙ্গ: পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ

১৯৮৪ সালে উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায় ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেটে দশটা-পাঁচটার চেনা পরিধি পেরিয়ে কজন নাটক পাগল মানুষের হাত ধরে ইন্দ্ররঙ্গের আত্মপ্রকাশ এবং নিয়মিত নাট্যচর্চা। দলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম নির্দেশনা প্রবীর চক্রবর্তীর হাত ধরে। সঙ্গে ছিলেন স্বপন ভট্টাচার্য, শ্যামল তরফদার, রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু দত্তগুপ্ত, নমিনাথ রায়, মণি তরফদার, বীণা তরফদার, অজিত ঘোষ, সুভাষ সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর গোস্বামী এবং আরও অনেক থিয়েটার পাগল মানুষ। সঙ্গে ছিল ছোটদের দল, সাহায্যকারী হিসেবে।

ইন্দ্ররঙ্গের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুশীলবরা প্রবীণ থেকে প্রবীণতর হলেন। অনেকে গত হয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্ম ইন্দ্ররঙ্গের হাল ধরল। নাম হল 'পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ'। প্রবীর চক্রবর্তী সভাপতি, সম্পাদিকা ছন্দা (অপরাজিতা) সেনগুপ্ত, একনিষ্ঠ নেপথ্য কর্মী স্বপন ভট্টাচার্য, কার্যকরী কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। ২০১৩ সালে প্রথম মৌলিক প্রযোজনা— 'নিঃসঙ্গ সম্রাট'। দেবশংকর হালদার অভিনীত নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী কেন্দ্রিক এই নাট্য প্রভূত সাড়া ফেলে দর্শকমানসে। দ্বিতীয় নাটক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের 'আরব্য রজনী'। গৌতম হালদার এবং তূর্ণা দাশ মূল চরিত্রাভিনেতা। সংগীতের দায়িত্বে ছিলেন রূপঙ্কর। ২০১৬ তে মঞ্চস্থ হল পরবর্তী প্রযোজনা — ব্রাত্য বসু নির্দেশিত ''অদ্য শেষ রজনী''। নির্দেশক ও অভিনেতা অসীম চক্রবর্তীকে নিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস আধারে এই নাট্য নির্মিত হয়। নাটকটি অচিরেই বাংলা তথা ভারতে শোরগোল ফেলে। প্রচেত গুপ্তের ভাষায় ''এই নাটক দিয়ে বাংলা থিয়েটারের নতুন পথ চলা শুরু হল।'' সারা ভারতে বহু পুরস্কারে ভূষিত হল এই নাটক। অনির্বাণ ভট্টাচার্য সারা ভারতের তিনশোটা নাটকের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার (যুগ্মভাবে) পুরস্কার পেলেন 'মেটা' (মাহিন্দ্রা একসেলেন্স ইন থিয়েটার অ্যাওয়ার্ডেস) থিয়েটার উৎসবে। 'অদ্য শেষ রজনী' — 'একটি বিষাদের ব্লো হট নাট্য' পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের ঝুলিতে বহু সম্মান এনে দিল। পরবর্তী প্রযোজনা ২০১৭ সালে 'একটি পুঁজিবাদী নাট্য' — বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। নাটককার এবং নির্দেশক ব্রাত্য বসু। বাংলায় পুঁজির স্বপক্ষে সম্ভবতঃ এই প্রথম নাট্য মঞ্চস্থ হল। পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের সর্বশেষ প্রযোজনা — ব্রাত্য বসুর নাটক, কাঞ্চন মল্লিক অভিনীত এবং নির্দেশিত — 'একদিন আলাদীন'। এটিই পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের প্রথম কমেডি থিয়েটার।

২০১৭ এবং ২০১৮ — পর পর দু-বছর ইন্দ্ররঙ মহোৎসব আয়োজিত হল মূলতঃ পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে। এখানে এসে অভিনয় করে গেলেন বিখ্যাত অভিনেতারা যেমন পরেশ রাওয়াল, সৌরভ শুক্ল, শরমন যোশী, সুচিত্র কৃষ্ণমূর্তি, মকরন্দ দেশপান্ডে প্রমুখ।

অতঃপর ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃতীয় ইন্দ্ররঙ মহোৎসব। কলকাতা জেলা ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গের বাকী জেলাগুলির থিয়েটার নিয়ে এই প্রতিযোগিতা।

এবার এসেছি ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে
এই বাংলায়।

পাইকপাড়া

ইন্দ্ররঙ্গ

আয়োজিত

একটি অফ্ অফ্ একাডেমি প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গের জেলা-ভিত্তিক (কলকাতা ব্যতীত)
প্রতিযোগিতামূলক সর্ববৃহৎ পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব

উদ্বোধন

৩ নভেম্বর ২০১৯, রবিবার, সন্ধে ৫.৩০
মোহিত মৈত্র মঞ্চ

উদ্বোধক: শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা ও সংসদ বিষয়ক দপ্তর, প.ব. সরকার।
প্রধান অতিথি: শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ দপ্তর, প.ব. সরকার।
বিশেষ অতিথি: শ্রী সাধন পান্ডে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, প.ব. সরকার।
আহ্বায়ক: শ্রী ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী
উৎসব-অধ্যক্ষ: শ্রী ব্রাত্য বসু

সমাপ্তি

৯ নভেম্বর ২০১৯, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.০০
দরবার ব্যাঙ্কোয়েট হল, হোটেল হলিডে ইন, চিনার পার্ক, রাজারহাট

উৎসব আহ্বায়কের কথা

দশটি নাট্য চূড়ান্ত পর্বের জন্য মনোনীত হল। অবশেষে! একাধিক বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের মনোনয়ন আছে প্রতিটি নাটকেরই। অক্লান্ত পরিশ্রমে ৭০টি নাটক দেখে ১০টি নাটক বেছে নিলেন ১৬জন বিচারক। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত, এই বিচারকমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল যে কী অদৃশ্যপূর্ব সব প্রযোজনা বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ১০টি নাটক মনোনয়ন করতে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়েছে। এতগুলো ভালো নাটক দেখার সুযোগ তাঁদের পরমপ্রাপ্তি বলে মনে করছেন। তাঁরা আপ্লুত।

আপ্লুত আমরাও। কলকাতার দর্শক। বিভিন্ন জেলার শ্রেষ্ঠতর নাটকগুলি দেখার সুযোগ তো আমাদের বরাতেও জুটল! দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই প্রযোজনাগুলি কলকাতায় নিয়মিত দেখার সুযোগ কোথায় পাই আমরা? জানিনা এ-অপ্রাপ্তির দায় কার বা কাদের? অথচ আমাদের কলকাতা জেলার দলগুলির ভালোমন্দ সব প্রযোজনা নিয়মিত দেখতে পান সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলার মানুষ, আমাদের নিয়মিত ‘কল শো’-এর দৌলতে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের সকলকে ইন্দ্ররঙ্গের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যাঁরা মনোনীত হলেন চূড়ান্ত পর্বে, সেই দশটি নাট্যদলকে আগাম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। ইন্দ্ররঙ-মহোৎসবের তৃতীয় বছরের এই প্রয়াস প্রতিবছরই যেন হয় সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই থাকবে।

আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সেই ৭ জন চূড়ান্ত পর্বের বিখ্যাত বিচারকদের যাঁরা বেছে নেবেন ১২টি বিভাগের শ্রেষ্ঠদের। তাঁদের সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও এই মহোৎসবের জন্য টানা পাঁচটি দিন নিরলস পরিশ্রম করে বিচারপর্ব সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব নিতে তাঁরা সম্মত হয়েছেন, সে তো শুধুমাত্র নাটকের প্রতি ভালবাসার টানেই।

যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করলেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইন্দ্ররঙ্গের সদস্য বিজয়দা, ইন্দ্রনীল, সুকান্ত, সোহম, ভাগ্যশ্রী, রনিতা, রিচা, সুব্রত, সৌম্যদীপ্ত, অনীশ, সঞ্জয় এবং আরও অনেকের পরিশ্রম ছাড়া এই আয়োজন সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে বিজয়দা এবং ইন্দ্রনীল এই মহোৎসবের চালিকাশক্তি।

পরিশেষে, উৎসব অধ্যক্ষ ব্রাত্য বসুর অপরিসীম উদ্যম এই মহোৎসবের প্রাণভোমরা। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলার এই দশটি অনুপমিত নাট্য কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করা ছাড়াও তৃতীয় ইন্দ্ররঙ-মহোৎসবের আর একটি উদ্দেশ্য এই— আমাদের নিজেদের জানার এবং কলকাতার দর্শকদের জানানোর যে কলকাতা মানেই পশ্চিমবঙ্গ নয়।

সেই কবে থেকে তুমি খুঁজছো একটা বাড়ি, যার
সিঁড়ি খুব দীর্ঘ, মিশে গেছে বহুদূর ছায়াপথে।
কত লোক দিয়েছে সন্ধান কতবার সে বাড়ির;
জেনে গেছো সবটাই ধাপ্পা।

— ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী

উৎসব অধ্যক্ষের কথা

থিয়েটারকে শুধু কলকাতার থিয়েটার বা জেলার থিয়েটার এই ভাগাভাগি না করে যদি বাংলার সামগ্রিক নাট্যচর্চাকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখবো স্থানিকভাবে কলকাতায় হেরাসিম লেবেদফ বাংলা থিয়েটারের পত্তন করলেও তৎখালীন বাবু ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা নাট্যকর্ম লালিত হয়েছে। সেখানে বেশিটা শখের থিয়েটার হলেও এর পাশাপাশি সিরিয়াস নাট্যচর্চাও ছিল। কলকাতায় বসে আমরা মানি গ্রুপ থিয়েটারের পত্তন হলো শম্ভু মিত্রের হাত ধরে কিন্তু ইতিহাস বলছে তারও ৬৭ বছর আগে বীরভূমের হেতমপুরে প্রতিষ্ঠা হয় 'লয়্যাল থিয়েটার' নাট্যদলের। মতান্তরে রয়্যাল থিয়েটার)।

থিয়েটার শব্দটি ঔপনিবেশিক। প্রাচীন বাংলায় মূলতঃ যাত্রাপালার প্রচলন থাকলেও ইতিহাস ঘাঁটলে দেখি ষোড়শ শতকে বাংলার হয়তো প্রাচীনতম নাট্যপরিচালক ছিলেন শিশুরাম অধিকারী, যিনি কেন্দুলির অধিবাসী ছিলেন এবং মূলতঃ লোকনাট্যের আঙ্গিকে তার নাটক পরিবেশনা করতেন। পরবর্তীতে কলকাতা শহরের থিয়েটারের প্রভাব অন্য জেলার থিয়েটারে পড়ে। পূর্বল্লিখিত লয়্যাল থিয়েটারের পত্তন ১৮৮০ সালে মহিমারঞ্জন চক্রবর্তীর হাত ধরে। তাঁর সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত নটদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। পরে সতু সেনের তত্ত্বাবধানে কলকাতার রঙমহল মঞ্চের আদলে হেতমপুরে একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে 'আমেচার ড্রামাটিক ক্লাব' নামে একটি দল নিয়মিত নাট্যচর্চা করতো। তখনকার প্রথিতযশা অভিনেতা নরেশ মুখোপাধ্যায়, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নিয়মিত জেলার নাটকে অভিনয় করতেন।

এতকথার অবতারণা এই কারণেই যে, কলকাতার থিয়েটারই সমৃদ্ধ বাংলা থিয়েটারের একমাত্র মুখ নয়, বরং কলকাতায় বসে আমরা জানতেও পারি না যে গোটা বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে নিরবচ্ছিন্ন ও উৎকৃষ্ট নাট্যচর্চা কেমন ও কিভাবে চলছে তার কথা। তাই এক্ষেত্রে নাট্যকর্মী হিসেবে কোথাও আমাদের দায়িত্ব আছে কলকাতায় বসে জেলার উৎকৃষ্ট প্রযোজনা দেখা ও দেখানোর। এই ভাবনায় জারিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর উদ্যোগে তার নাট্যদল পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ এক অভূতপূর্ব নাট্যৎসবের আয়োজন করেছে কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে যেখানে ৩ থেকে ৭ নভেম্বর জেলার দলগুলোর অনেক মনোনয়নের মধ্যে থেকে একঝাঁক বিচারক প্রাথমিক ঝাড়াই বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত দশটি প্রযোজনা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নামবে ও মঞ্চস্থ হবে কলকাতার দর্শকদের সামনে কলকাতা ব্যতীত জেলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার শিরোপা নিতে।

উৎসব অধ্যক্ষ হিসেবে আমি সব নাট্যপ্রেমীকে আহ্বান জানাবো এই প্রয়োজনগুলো স্বচক্ষে দেখে জেলার থিয়েটার-উৎকর্ষের স্বাদ নিতে এবং এই মহতী প্রয়াসকে সফল করতে। সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যকর্মের নিরিখে এটি একটি অভিনব প্রয়াস এবং হয়তো এই 'ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব ২০১৯' কলকাতা ছাড়া বাকি জেলার প্রখ্যাত নাটক চেনানো ও দেখানোর প্রথম সদর্থক পদক্ষেপ হতে চলেছে। ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাবো তো বটেই, সেইসঙ্গে সে যে দলের কর্ণধার, সেই ইন্দ্ররঙ্গকে এই সুচিন্তিত নাট্যকর্মকান্ডকে রূপায়িত করতে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমার অন্তরের আমর্ম শুভেচ্ছা জানাই।

— ব্রাত্য বসু

ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসবে এই বছর আমরা দেখছি এক নূতন সমারোহ যা নাট্য-সমাজে একট অভূতপূর্ব ঘটনা। এই উৎসবে দেখতে পাব পাশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সুচিন্তিত ফসল কিছু দুরন্ত নাটক পাঁচ দিন ধরে। এর মধ্যে শহর কলকাতার থিয়েটার নেই। খুব সুচিন্তিত ভাবে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে থিয়েটার একটি যুক্তিপূর্ণ বিস্তৃতি পায় এবং আমরা কলকাতায় বসে জেলার অসাধারণ কাজগুলি দেখার সুযোগ পাই। দূরের নাটক ও শহরের প্রাণকেন্দ্রের ভৌগোলিক দূরত্ব একটি নির্মাণ যা এতোদিন ধরে একটি সমপ্রচার বিরোধীভাস তৈরী করে রেখেছে এই উৎসব-প্রতিযোগিতা তাকে সুন্দরভাবে বদলে দেবে নূতনতর সংহতির ভাবনায়। এই উৎসবের অধ্যক্ষ আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যচিন্তক শ্রী ব্রাত্য বসু। সঙ্গে আছেন সংগঠনমেধাসম্পন্ন শ্রী ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও ইন্দ্ররঙ্গ নাট্যদলের আরো সবাই। এর আগে ভারতবর্ষের বিখ্যাত নাটকগুলি আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছি — এই বছর আমরা যে বন্ধুদের বাড়ী ইচ্ছে করলেও বেড়াতে যেতে পারি না সেই বন্ধুকে এনেছি একটি একত্রিত মঞ্চে। ইন্দ্ররঙ্গের পরম শুভচিন্তক হিসাবে আমি সম্মান জানাই এই আয়োজনকে।

— উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

নাট্য নির্বাচক-মণ্ডলী

অতনু সরকার

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সংগীত নাটক 'আকাদেমী'র (নিউ দিল্লী) তত্ত্বাবধানে থিয়েটার শিক্ষা গ্রহণ। ১৯৯৪ সালে 'অর্ণব ফাইন আর্টস' একাডেমিতে থিয়েটার চর্চা। ২০০২ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে এবং ২০০৮ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত, নাটক ও দৃশ্যকলা একাডেমী থেকে স্কলারশীপ পান। এ পর্যন্ত শতাধিক নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত থেকেছেন। জাতীয় স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন শ্রী রতন থিয়াম, শ্রী কে. এন. পানিক্কর, শ্রীমতি কির্তী জৈন প্রমুখের কাছে। বাংলায় শিক্ষা পেয়েছেন শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিভাস চক্রবর্তী, শ্রীমতি স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, শ্রীমতি উষা গাঙ্গুলী প্রমুখের কাছে। অতনু সরকার আমাদের প্রতিযোগিতামূলক নাট্যোৎসবে বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

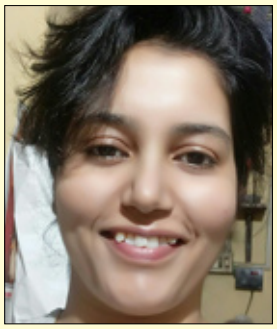

অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়, নাটক লেখা এবং পরিচালনার ত্রিমুখী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। যাঁদের নির্দেশনায় অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম — শ্রী ব্রাত্য বসু, শ্রীমতি স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রী গৌতম হালদার, শ্রী বিভাস চক্রবর্তী। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'হয়বদন', 'রুদ্ধসঙ্গীত, 'কে', 'বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্তরা টেলিফিলম্‌সের জন্য কাহিনী ও চিত্রনাট্য লেখেন। উল্লেখযোগ্য কাজ 'সুবর্ণলতা' এবং 'ইরাবতীর চুপকথা'। আশা করব সবকটি ক্ষেত্রেই তিনি পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আমাদের নাট্য বিচারক অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

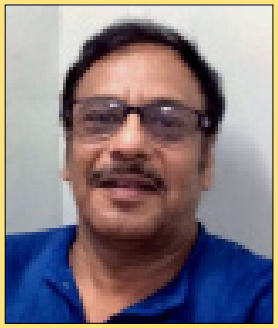

অনিশ ঘোষ

অনীশ ঘোষের জন্ম কলকাতায়। ছোটবেলা থেকেই নাট্যানুরাগী মানুষটি বিভিন্ন দলে অভিনয় করতে করতে ১৯৯২ সালে গঠন করেন 'শোহন' নাট্য দলের। সেই থেকে আজ পর্যন্ত 'শোহন'-এর প্রযোজনায় ৩১টি নাটক সফলভাবে মঞ্চায়নের পাশাপাশি ২০টি নাটকে নির্দেশনা ও বিভিন্ন রকমের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল — 'ছায়ামারীচ', 'ভূমিকা', 'হেলমেট', 'মুশলমানির গল্প', 'এসো গল্প বলি', 'তাসের দেশ', 'আধা আধুরে' ইত্যাদি। গঙ্গা বক্ষে 'কল্লোল' নাটকের উপস্থাপনার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারত সরকার পরিচালিত মিনিস্ট্রি অফ্ কালচার তাঁকে 'সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ্' পুরস্কার প্রদান করে। এহেন ব্যক্তিত্বকে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক নাট্যোৎসবে বিচারক হিসেবে পেয়ে আমরা আপ্লুত।

ইন্দুদীপা সিন্‌হা

ইন্দুদীপা পেশায় চিকিৎসক। কিন্তু এই পরিচয়ের বাইরের ইন্দুদীপা একজন কবিতা-মগ্ন, নাট্য-শিল্পী। দেশবিদেশের বিভিন্ন পরিচালক-শিক্ষক-মেন্টরের সংস্পর্শে তাঁর থিয়েটার জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর মতে সিরিয়াল সুনামি বা ফেসবুক পরবর্তী সময়ে নাটক প্রান্তিক শিল্প মাধ্যম হিসেবে এক ভয়ংকর অবস্থানে। প্রজেক্ট প্রমিথিউস-এ যুক্ত ইন্দুদীপা বিচারক হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নাট্যশিল্পী হিসেবে তিনি প্রসারিত হোন — এ আমাদের অন্তর-ইচ্ছা। ইন্দুদীপা আমাদের নাট্যোৎসবের অন্যতম বিচারক। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য রইল কৃতজ্ঞতা আমাদের অংশীদার হয়ে ওঠার জন্য।

কলিকা মজুমদার

থিয়েটারে পথ-চলা শুরু ১৯৯৩-৯৪ সালে। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর প্রাণপুরুষ শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছেই অভিনয় শিক্ষার শুরু। এর পরে কাজ করেছেন সোহাগ সেন, তমাল রায়চৌধুরী, শেখর সমাদ্দার প্রমুখের সঙ্গে। ২০০৪ সালে গঠন করেন নিজস্ব দল — 'ধানসিড়ি'। কলিকার নির্দেশনায় ধানসিড়ি প্রযোজিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক — সংবেদ, উত্তরণ, স্বপ্নফেরী, বিষফুল। ২০০৮ সালে সায়ক প্রযোজিত 'দৌড়নামা' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান। কলিকা মজুমদার পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ আয়োজিত 'ইন্দ্ররঙ মহোৎসব-২০১৯' নাট্যোৎসবের অন্যতম বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

জয়েশ ল

প্রফেশনাল বোর্ড এবং ওয়ান ওয়াল দিয়ে অভিনয়ের শুরু। সেখানে তরুণ রায়, কেতকী দত্ত, লতিকা দাশগুপ্ত এবং অনেক অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করতে করতে কাজ শেখা। শ্রী জ্ঞানেশ মুখার্জীর সান্নিধ্যে অভিনয়ের পাঠ নেওয়া। নিজেকে আরো তীক্ষ্ণ করার ইচ্ছে নিয়ে রমাপ্রসাদ বনিকের কাছে অভিনয় এবং পরে পরিচালনার শিক্ষা নেওয়া। এর পরেই নিজের দল তৈরী। রমাপ্রসাদ এই দলের নাম দেন — 'স্বরস্বতী নাট্যশালা'। জয়েশ ল-কে আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্যে।

প্রদীপ হাইত

ছোটবেলায় বাবার কাছে যাত্রা, নাটকে হাতে খড়ি। ২০০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক। ঐ সালেই ভর্তি হন একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। সেখানেই জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসা এবং থিয়েটারে আসক্তি। ২০০৮ সালে 'পূর্ব পশ্চিম' নাট্য দলে যোগ দেন এবং 'পটলবাবু ফিল্মস্টার' নাটকে অভিনয় করেন। এরপরে রক্তকরবী, চতুরঙ্গ, অশালীন, এন্টনী সৌদামিনী এবং আরো অনেক নাটকে অভিনয় করেন। প্রদীপ হাইত আমাদের নাট্যোৎসবে অংশ হিসেবে নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রেমাংশু রায়

অর্থনীতির স্নাতক প্রেমাংশু রায়ের ছোট থেকেই নাটকের প্রতি ঝোঁক। গত বাইশ বছর নাটকের সঙ্গে প্রেমাংশু রায়ের প্রেম। অভিনয় করেছেন শ্রী কৌশিক সেন, শ্রী দেবাশীষ মজুমদার, শ্রী সীমা মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক কৃতী অভিনেতাদের সঙ্গে। ২০১০ সালে তৈরি করেন নিজেদের নাট্যদল 'স্বপ্নালু'। পরিচালনা করেছেন হয়বদন, অতিথি, কালক্রেতা, খোঁজ ইত্যাদি নাটক। নাটকের পাশাপাশি চারটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন— 'কাটাকুটি', 'রং নাম্বার', 'গন্ধ' এবং 'চিলেকোঠা'। আমাদের নাট্য-বিচার বিভাগের অন্যতম সদস্য। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

দেবযানী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী। নাটকের সঙ্গে যুক্ত আছেন ১৫ বছর। দীর্ঘদিন ইস্টান্ জোনাল কালচারাল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আই.এফ.টি.এ-তে অভিনয় করেছেন, গান গেয়েছেন, নাটকের সংগীত সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'অভিসার, 'সকুন্তলক', 'কৃষ্ণ', 'ডিয়ার পাপা'। আমাদের নাট্যোৎসবে নাট্য বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন দেবযানী। আমরা তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়

পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবন শুরু করেন এক বহুজাতিক ব্যাঙ্কে। বর্তমানে তিনি একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর প্রেম। এই প্রেমই তাঁকে যুক্ত করে কালিন্দী ব্রাত্যজন নাট্য সংস্থার সঙ্গে। মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান সময়ের একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমালোচক। একটি ইংরেজি দৈনিকে নিয়মিত বাংলা নাট্যচর্চাকেন্দ্রিক আলোচনা-সমালোচনা করেন। নাট্যগ্রাহী চিন্তক হিসেবে কালিন্দী ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের নির্বাহী সম্পাদক। নাটক বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ সম্পাদনার পাশাপাশি বিখ্যাত কিছু থিয়েটার সম্পর্কিত লেখা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নাট্যোৎসবের বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

রাকেশ ঘোষ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের স্নাতকোত্তর। বাংলা থিয়েটার ও টেলিভিশন চ্যানেলের পেশাদার নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার এবং অভিনেতা। স্কুলে ৯ বছর বয়সে প্রথম অভিনয়। অভিনয়ের সূত্রে যোগাযোগ অচিন্ত্য চৌধুরী এবং শেখর সমাদ্দারের সঙ্গে। ২০০৬ সালে গঠন করেন 'দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র'। এখানে এখনও পর্যন্ত ১৬টি নাটকের নির্দেশনা করেছেন রাকেশ। সাহিত্য থেকে নাট্যরূপের পাশাপাশি অনেক মৌলিক নাটকও রচনা করেছেন। সম্প্রতি যাত্রা-কিংবদন্তী শ্রী চপল ভাদুড়ীর জীবন-আশ্রিত নাটক 'উপল ভাদুড়ী' নির্মাণ করেছেন। বিচারক হিসেবে তাঁর নির্বাচন আমাদের কাছে আনন্দ সংবাদ।

রাজেশ্বরী নন্দী

ক্লাস সেভেন থেকেই নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক। নেহেরু মিউজিয়ামে নাটকের কর্মশালায় শিক্ষা শ্রী রমাপ্রসাদ বনিকের কাছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটকে এম. এ. পাশ করার পরই পান কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আউটস্ট্যান্ডিং ইয়ং আর্টিস্ট হিসেবে স্কলারশিপ। নাট্য-বন্ধুরা মিলে তৈরী করেছেন নাট্যদল 'কলকাতা রমরমা'। যুক্ত ছিলেন আকাশবানী কলকাতার নাট্য বিভাগের সঙ্গে। দূরদর্শনে নির্বাচিত হন সংবাদ পাঠিকা এবং সঞ্চালক হিসেবে। রাজেশ্বরী নন্দী আমাদের উৎসবের অঙ্গ। নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেছেন। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তাঁকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী

সুপ্রিয় ২০০২-০৩ সালে টানা ১ বছর অভিনয় শিখেছেন নান্দীকার নাট্যদলে। পরে ঐ দলের সদস্য-পদ লাভ করেন। বহুদিন অভিনয় করেছেন নান্দীকার নাট্যদলে। এছাড়াও অভিনয় করেছেন গৌতম হালদার, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন আমিন, সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। নান্দীকারে তাঁর উল্লেখযোগ্য পরিচালনা শেক্সপীয়রের নাটক অবলম্বনে 'হৃদমাঝারে'। তৈরী করেছেন নিজস্ব দল 'বেহালা ব্রাত্যজন'। পরিচালনা করেছেন 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে 'সওদা'। সুপ্রিয় চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিচারক হিসেবে। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুমনা মুখোপাধ্যায়

২০০৫ সাল থেকে থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয় এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রথম ছ-বছর নান্দীকার নাট্যদলে তখনকার প্রযোজনাগুলিতে চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ ছাড়াও নানাধরনের দেশি এবং বিদেশি নাট্যকর্মশালা এবং নাট্যোৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত 'মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে' স্থায়ী শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে একাধিক নাট্যদলের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত। বহুধাবিস্তৃত নাট্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই প্রতিভাময়ী শিল্পীকে ইন্দ্ররঙ্গের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 'ইন্দ্ররঙ মহোৎসব-২০১৯'-এ প্রাথমিক পর্বের বিচারকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সোহম মুখোপাধ্যায়

অভিনয়ের হাতেখড়ি গ্রাম-বাংলার যাত্রা দিয়ে। ছাত্রজীবনে স্কুলে নিয়মিত নাট্যচর্চা। ২০১৪ সালে কলকাতায় প্রথম অভিনয় 'মানিকতলা কল্পকথা' ও সপ্টলেক 'অনার্য' এর নাটকে। ২০১৬-তে বাংলার ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক 'অদ্য শেষ রজনী'র সূত্রে পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ-তে আসা ও অভিনয়। এরপর পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ এর প্রযোজনায় 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এবং 'একদিন আলাদিন' নাটক দুটিতে অভিনয়। অভিনয় ছাড়া সময় কাটে নিয়মিত নাটক দেখা, নাট্যকেন্দ্রিক আলোচনা এবং বিতর্কে অংশ নেওয়াতে। আমাদের নাট্য উৎসবে বিচারক হিসেবে অংশ নেওয়ার জন্য সোহম মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য

ভর্গোনাথের পড়াশুনো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। পড়াশুনোর পাশাপাশি নাটকের পাঠ নিতে শুরু করেন মাত্র ৬ বছর থেকে। কাজ করেছেন শ্যামল কুমার ঘোষ, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, চপল কুমার ভাদুড়ী, শান্তিগোপাল, বাদল সরকার, ব্রাত্য বসু প্রমুখ সম্ভ্রম-জারিত নাট্য ব্যক্তিত্বের কাছে। ১৯৮৪ সালে গড়ে তোলেন নিজস্ব নাট্যদল 'থিয়েলাভার্স'। বাদল সরকারের একটি, পার্থ রায়ের দুটি এবং নিজের সাতটি নাটক একে একে উপস্থাপনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সারা রাত্তির', 'খোলা জানালা বন্ধ চোখ', 'অনার্য বারতা', 'হায় সময়', 'শ্বেত স্ফুলিঙ্গ', 'আখড়াইয়ের দীঘি' প্রভৃতি। ভর্গোনাথ আমাদের নাট্যোৎসবের অন্যতম বিচারক। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য রইল কৃতজ্ঞতা আমাদের অংশীদার হয়ে ওঠার জন্য।

ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব

INDRARANG MAHOTSAV 2019

পুরস্কার মূল্য

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

১ম ১,৫০,০০০/

২য় ১,০০,০০০

৩য় ৫০,০০০/

শ্রেষ্ঠ নির্দেশক ৫০,০০০/

শ্রেষ্ঠ নাটককার ২৫,০০০/

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ২৫,০০০/

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ২৫,০০০

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ১৫,০০০/

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী ১৫,০০০/

শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত ১০,০০০/

শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা ১০,০০০/

শ্রেষ্ঠ আবহ ১০,০০০/

প্রতিযোগিতামূলক নাট্য-উৎসবের বিচারক-মণ্ডলী

অনসূয়া মজুমদার
প্রখ্যাত থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন অভিনেত্রী

প্রেমেন্দ্র মজুমদার
বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিশারদ

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রখ্যাত নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা

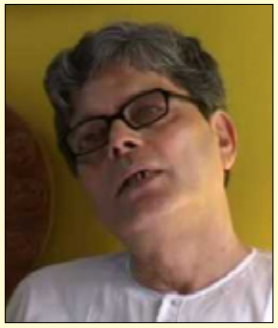

শংকরলাল ভট্টাচার্য
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্য-সমালোচক

শতরূপা সান্যাল
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও অভিনেত্রী

শেখর সমাদ্দার
প্রখ্যাত অধ্যাপক, নাটককার, নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা

সুপ্রিয় দত্ত
প্রখ্যাত থিয়েটার ও চলচ্চিত্র অভিনেতা

অনুষ্ঠান সূচী

উদ্বোধন

৩ নভেম্বর ২০১৯, রবিবার, সন্ধে ৫.৩০, মোহিত মৈত্র মঞ্চ, কলকাতা

	বেলা ৩.০০	সন্ধে ৬.৩০
রবিবার ৩ নভেম্বর ২০১৯	**মাই নেম ইজ্ গওহরজান** প্রযোজনা: প্রান্তিক গোষ্ঠী, মুর্শিদাবাদ নির্দেশনা: প্রিয়ঙ্কুশেখর দাশ	**অংশুপট উপাখ্যান** প্রযোজনা: শান্তিপুর সাংস্কৃতিক, নদীয়া নির্দেশনা: কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
সোমবার ৪ নভেম্বর ২০১৯	**সন্তাপ** প্রযোজনা: রঙ্গাশ্রম, মুর্শিদাবাদ নির্দেশনা: সন্দীপ ভট্টাচার্য	**বিল্বমঙ্গল কাব্য** প্রযোজনা: চাকদহ নাট্যজন, নদীয়া নির্দেশনা: উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়
মঙ্গলবার ৫ নভেম্বর ২০১৯	**আরশিনগর** প্রযোজনা: ধ্রুপদ নাট্যসংস্থা, হুগলি নির্দেশনা: দেবাশিস চক্রবর্তী	**অন্ধযুগ** প্রযোজনা: এবং আমরা, পশ্চিম বর্ধমান নির্দেশনা: কল্লোল ভট্টাচার্য
বুধবার ৬ নভেম্বর ২০১৯	**আমি অনুকুলদা আর ওরা** প্রযোজনা: অশোকনগর নাট্যমুখ, উ. ২৪ পরগনা নির্দেশনা: অভি চক্রবর্তী	**বাকি ইতিহাস** প্রযোজনা: মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, মালদা নির্দেশনা: সুব্রত পাল
বৃহস্পতিবার ৭ নভেম্বর ২০১৯	**মৃত্যু সংবাদ** প্রযোজনা: অশোকনগর প্রতিবিম্ব, উ. ২৪ পরগনা নির্দেশনা: পার্থসারথী রাহা	**দাদার কীর্তি** প্রযোজনা: নৈহাটি ব্রাত্যজন, উ. ২৪ পরগনা নির্দেশনা: অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরস্কার বিতরণী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান

৯ নভেম্বর ২০১৯, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.০০, দরবার ব্যাঙ্কোয়েট হল, হোটেল হলিডে ইন, রাজারহাট

ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

মাই নেম ইজ্ গওহরজান

প্রযোজনা: প্রান্তিক গোষ্ঠী, মুর্শিদাবাদ

নির্দেশনা: প্রিয়ঙ্কুশেখর দাশ

রবিবার

৩ নভেম্বর ২০১৯

বেলা ৩.০০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ আবহ

My name is গওহরজান

নাটকের কথা

নাটকটি প্রখ্যাত ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী গওহরজানের আত্মজীবনী। ১৮৭৩ সালে আজমগড়ে তাঁর জন্ম। তাঁর মা মালকাজানও একজন প্রখ্যাত ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী ছিলেন। ১৮৮৩ সালে মালকা একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলকাতায় আসেন এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে থেকে যান। মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকাকালীন গওহরজানের ধ্রুপদী সংগীত ও নাচের প্রতি প্রবল আসক্তি জন্মায়। ধীরে ধীরে তাঁর একজন স্বনামধন্য ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী হয়ে ওঠার ঘটনা নিয়েই এ নাটক।

নির্দেশকের কথা

ঈশ্বরের আশীর্বাদে গওহরজানের মতো শিল্পী ভারত তথা পৃথিবী পেয়েছিল। তাঁর ধ্রুপদী সংগীতের সুবাস দেশ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। কিন্তু মানসিক শান্তি এবং আনন্দের জন্য এক সময় গওহরজান অনুষ্ঠান করা বন্ধ করে দেন। সিদ্ধান্ত নেন সামাজিক ও সাংসারিক জীবন যাপনের। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয় নি। তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব অমৃত কেশব নায়েক ভিন্ন তিনি এমন একজন মানুষকেও পাননি যিনি তাঁকে সত্যিকারের ভালবেসেছিল। শ্রী নায়েকও অল্পদিনের মধ্যে প্রয়াত হন। গওহরজানের জীবনের এই বেদনাময় দিকটি আমি এই নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছি।

— প্রিয়ঙ্কুশেখর দাশ

দলের কথা

বহরমপুরের একটি সুপরিচিত দল প্রান্তিক গোষ্ঠী। ১৯৭৮ সালে 'নানা হে'' নাটকটির মাধ্যমে তাদের নাট্যজগতে পরিচিতি বাড়ে। মাই নেম ইজ্ গওহরজান নাটকটি সর্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রসংশিত হয়েছে। ২০১৮ সালে এন. এস. ডি. পরিচালিত অষ্টম থিয়েটার অলিম্পিকস্-এ এই নাটকটি পরিবেশিত হয়।

মঞ্চে

গওহর (শৈশব)	ওসিয়ান দাশ
গওহর (কিশোর)	ঐশী ভট্টাচার্য
গওহর (যুবতী)	তমালিকা দাশ
গওহর (বড় ও মালকাজান)	ঝুলন ভট্টাচার্য
সালমা	ঋত্তিকা ভট্টাচার্য / মৌমিতা সাহা
আশিয়া	ভবানী রায়
রেহানা	মৃগাঙ্ক চৌধুরী
ভোগলু	সাধন রায়
গণেশ চন্দ্র চন্দ্র / মৌলানা	তপন জ্যোতি দাস
সওকত আলি গোস্বামী	প্রিয়ঙ্কু শেখর দাশ
বোস	গৌতম মজুমদার
সিং	প্রীতেশ চন্দ্র লাহিড়ী
মিত্র	বিদ্যুৎ বরণ মহাজন
রায় সাহেব / গনপত রাও	গৌতম ভট্টাচার্য
প্রতিনিধিগণ	কাজম মণ্ডল, সাবির জামান, সিদ্ধার্থ মহাজন
ছগন	আনোয়ার হুসেন
আব্বাস	নীলাঞ্জন পাণ্ডে
তবলা শিল্পী	অমিত মৈত্র
পরিচালিকা	মৌমিতা সাহা

নেপথ্যে

মঞ্চ ও আলো	শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ ও আলো সহযোগী	রাহুল দাস, শ্রাবণ সাহা
মঞ্চ অলঙ্করণ	সৌমেন্দ্র মণ্ডল
আবহ	শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়
আবহ প্রক্ষেপণ	কাজল মণ্ডল
রূপসজ্জা	কানাই রাউত / প্রলয় রাউত
পোষাক	ঝুলন ভট্টাচার্য
পোষাক সহযোগী	অবনীশ চন্দ্র সিংহ
স্থিরচিত্র	তমগ্ন জ্যোতি দাস
লেখচিত্র	শ্যামল দাস
নাটককার	সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিমার্জনা, অলঙ্করণ ও নির্দেশনা
প্রিয়ঙ্কুশেখর দাশ

অংশুপট উপাখ্যান

প্রযোজনা: শান্তিপুর সাংস্কৃতিক, নদীয়া

নির্দেশনা: কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

রবিবার

৩ নভেম্বর ২০১৯

সন্ধে ৬.৩০

মনোনয়ন

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত
শ্রেষ্ঠ আবহ

নাটকের কথা

এ এক গ্রামের কথা, দেশের কথা, এই গ্রহটারও কথা। প্রতিদিনকার শোষণে, অভাবে মানুষ হারিয়ে ফেলতে থাকে তার সমগ্রতা। সে কেবলই টুকরো হয়, খন্ড হয় আর শক্তিহীন হয়। এই টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে, জুড়ে আবার সমগ্রতা রচনা করার পথ দেখান তিনি। জন্ম নেয় সমবায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বার্থপর মানুষের দল। এই টানাপোড়েনেই গড়ে ওঠে এক আশ্চর্য জীবনকাব্য। গড়ে ওঠে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নাটক অংশুপট উপাখ্যান।

নির্দেশকের কথা

থিয়েটার আমাদের স্মৃতি ভাগ করে নেওয়ার জায়গা। আমার দেশের কথা, আমার মানুষের কথা, আমার শিকড়ের কথা দর্শকের সঙ্গে ভাগ করে নিই থিয়েটারে। সাধনা আহমেদের এই নাটক আসলে জীবনের কবিতাকে ছুঁতে চেয়েছে। জাগিয়েছে অনেক স্মৃতি। একদিন আমার শান্তিপুরের হাতে বোনা তাঁতের কাপড় জয় করেছিল বিশ্ব। আজ তাঁতে-তাঁতে মাকড়সার জাল। পাওয়ারলুমের যান্ত্রিক আওয়াজ কেড়ে নিয়েছে আমার শিকড়ের ছন্দ। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের সমবায় আন্দোলনের ভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে আসলে আলোয়-ছায়ায়, শব্দে-নিঃশব্দে বুনতে চেয়েছি একটি রঙিন শাড়িকেই, যে শাড়িতে আঁকা আছে আমার বেঁচে থাকার স্বপ্ন আর হতাশার কথা। আখ্যানের যাত্রায় পটচিত্রের মতোই খুঁজতে চেয়েছি জীবনের চিত্রমালা— যদি জেগে ওঠে আপনার স্মৃতি, হারানো গৌরব, ফিরে পাবার স্বপ্ন!

— কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

দলের কথা

১৯৮৬ সালে নাট্যচর্চা ও নাটকের উন্নতির জন্য এই দলের জন্ম। ছোট বড় মিলে এখনও পর্যন্ত ৪৫টা নাটক এই দল ইতিমধ্যেই মঞ্চস্থ করেছে। তাদের প্রযোজনা ছোটদের নাটক 'সুরের জাদু' সঙ্গীত-নাটক-আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শ্যামল সেন স্মৃতি পুরস্কার, বিজন ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার, সায়ক সম্মান এই দলের মর্যাদা বাড়িয়েছে। দেশ এবং দেশের বাইরে একাধিকবার আমাদের নাটকের শো হয়েছে। 'অংশুপট উপাখ্যান' আমাদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা।

মঞ্চে

সূত্রধরগণ	রাত্রি চ্যাটার্জী, রত্না সরকার, বৈজন্তী ভট্টাচার্য
নীলকমল	পার্থ প্রতীম কর
নয়না	জয়ন্তী চক্রবর্তী
ঠাকুরদা	জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুলমতি	গৌরী রায় নন্দী
মলমল	রিয়া বিশ্বাস
রঞ্জু	উজান চ্যাটার্জী
মহাজন	সুজিত প্রামাণিক
সরকার	কাশীনাথ রায়
রঘুনাথ	দিব্যেন্দুবরণ রায়
অসিত	অসিত প্রামাণিক
ক্ষিতিশ	মধুসূদন চ্যাটার্জী
অখিল	বাবলা বসাক
দীলিপ	সৌরভ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ	অনিন্দ মোদক
তাঁতি ও কৃষকগণ	অভিদীপ সেন, দীপাগ্র বনিক, শুভঙ্কর দত্ত, প্রাজ্ঞ সেন
মুখোশ বিক্রেতা	অনাবিল বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্যে

নাটককার	সাধনা আহমেদ
মঞ্চসজ্জা	জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকসম্পাত	সুদীপ সান্ন্যাল
আলোক প্রক্ষেপণ	মুকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
আবহ	উজান চ্যাটার্জী
আবহ নিয়ন্ত্রণ	সুপর্ণ প্রামাণিক
রূপসজ্জা	অলোক দেবনাথ
পোষাক	রাত্রি চ্যাটার্জী
লেখচিত্র	তর্পণ সরকার
প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ	সুজিত প্রামাণিক

নির্দেশনা

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্ররঙ্গ মাহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

সন্তাপ

প্রযোজনা: রঙ্গাশ্রম, মুর্শিদাবাদ
নির্দেশনা: সন্দীপ ভট্টাচার্য

সোমবার

৪ নভেম্বর ২০১৯

বেলা ৩.০০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত
শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা

সন্তাপ

নাটকের কথা

কেমন বেঁচে থাকা ওদের? তিতলি বস্তির ঐ বিশেষ মানুষগুলোর? মানুষের তির্যক চাহনি থেকে নিঃসৃত ঘৃণা-উপেক্ষার সহস্র তীর নিয়ত যাদের বিদ্ধ করে? মানুষের সমাজেই জন্ম — তবু সেই সমাজে লালিত-পালিত হবার অধিকার যাদের নেই? অনুগত এক খুঁতের কারনে জননীর কোল থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে মায়া-মমতা-প্রেম-ভালোবাসার জগৎ থেকে চিরকালের জন্য যারা নির্বাসিত? কেমন চেহারা সেই সমাজের, যে সমাজ ওদের নিজেদেরই গড়ে নিতে হয়েছে? অনাত্মীয়, অভিশপ্ত, পিছুটানহীন একদল মানুষ-যারা না-পুরুষ, না-নারী?

শুধু তিতলি বস্তিতেই নয়, সর্বত্রই রয়েছে ওরা, আমরা ওদের দেখি কিন্তু জানিনা। 'সন্তাপ' নাটক শুধুই অজানা ''বৃহন্নলা'' সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার-আচরণ, আনন্দ যন্ত্রণার তীব্র কৌতুহলকর এক কাহিনী হয়ে থাকেনি। শেষাবধি হয়ে উঠেছে মানুষেরই এক হৃদয়স্পর্শী আলেখ্য।

নির্দেশকের কথা

৮ বছর আগে মানব চক্রবর্তীর 'সন্তাপ' উপন্যাসটি যখন পড়ি তখনই আমার মনে নাড়া দিয়েছিল। আমরা কি রূপান্তরকামীদের নিয়ে আদৌ ভাবি? চেষ্টা করি কি তাদের মনের কথা পড়তে? আদৌ কি তাদের মানুষ ভাবি? কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকটি এরকম অনেক রূঢ় বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন করে আমাদের। আমি সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তো পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের এই নাটকে এটাই আমার চেষ্টা।

— সন্দীপ ভট্টাচার্য

মঞ্চে

মুরলী	সন্দীপ ভট্টাচার্য
জেনা	মানস দাস
কানাইয়া	অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য
বিনতি	রাজেশ সাহা
কামু	কৌশিক মজুমদার
ফুলুটবাবু	রবীন্দ্রনাথ রায়
রঘু	সাগর রায়
লোকটা	কৌশিক মজুমদার
লোকটার স্ত্রী	মিমি ঘোষ
ব্রাহ্মণ	গোকুল মণ্ডল
দাই	মিমি ঘোষ
গোলাপ	গৌতম দাস
দুলদুলি	রাহুলদেব ঘোষ
লখাই	সুরজিৎ দেবনাথ
ছুক্কু	অমিত ভগত
জেনা (ছোট)	পিঙ্কি
ডাক্তার	দুলাল চক্রবর্তী / অমলেন্দু চৌধুরী
রোগী	কাশীনাথ জোয়ারদার
ছোট জেনার মা	মিমি ঘোষ
ছোট জেনার বাবা	গোকুল মণ্ডল
মাতাল (১)	কাশীনাথ জোয়ারদার
মাতাল (২)	প্রদীপ মণ্ডল
খেলার শিক্ষক	গোকুল মণ্ডল
ছাত্র	ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, তন্ময় শর্মা, সুরজিৎ দেবনাথ
মেলার ক্রেতা ও বিক্রেতা	গৌতম দাস, ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, তন্ময় শর্মা, গোকুল মণ্ডল, সুরজিৎ দেবনাথ, শ্রীদীপ মণ্ডল।

দলের কথা

নাট্যজগতে জেলা থেকে নতুন প্রতিভা তুলে আনার জন্য ১৯৯৫ সালে বহরমপুরে 'রঙ্গাশ্রম' দলটির জন্ম। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার তত্ত্বাবধানে সেখান থেকে শিক্ষালাভ করা পরিচালকদের নির্দেশনায় রঙ্গাশ্রম অনেকগুলি মননশীল প্রযোজনা নাট্যমোদীদের উপহার দেয়। ২০০৪-৫ সাল থেকে শ্রী সন্দীপ ভট্টাচার্যের সুযোগ্য নেতৃত্বে তাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

নেপথ্যে

মূল কাহিনী	মানব চক্রবর্তী
নাট্যরূপ	কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চসজ্জা	দীপঙ্কর লাল
আলোকপ্রক্ষেপণ	শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা	উজ্জ্বল রায়
প্রতুল	সুদীপ গুপ্ত
আবহ প্রক্ষেপণ	টোটন কর্মকার
পোষাক	রত্না ভট্টাচার্য্য, সুরজিৎ দেবনাথ
অভিনয় সামগ্রী	গোকুলমণ্ডল, সুরজিৎ দেবনাথ
কোরিওগ্রাফি	আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার মাল
প্রোজেকশন	সুব্রত ঘোষ,
রেকর্ডিং	হারমোনি

আবহ, অলঙ্করণ ও নির্দেশনা
সন্দীপ ভট্টাচার্য

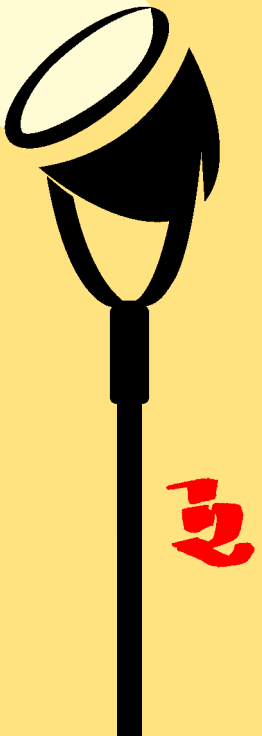

ইন্দ্ররঙ্গ মাহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

বিল্বমঙ্গল কাব্য

প্রযোজনা: চাকদহ নাট্যজন, নদীয়া
নির্দেশনা: উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

সোমবার

৪ নভেম্বর ২০১৯

সন্ধে ৬.৩০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

বিল্বমঙ্গল কাব্য

নাটকের কথা

এই সময়ে গিরিশ এর বিল্বমঙ্গল কি প্রাসঙ্গিক? এটি একটি অনন্য প্রেমের নাটক যেখানে বিল্ব বারবনিতা চিন্তার প্রেমে পড়ে। ঈশ্বব-প্রেমের চেয়ে বড় মানুষ। অসংখ্য বন্ধনের মাঝে মহানন্দ-ময় মুক্তির স্বাদ। এই নাটক মানব ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মানে।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশকের কথা

বিল্বমঙ্গল কাব্য গিরিশ ঘোষের একটি তুলনাহীন নাটক। 'ভক্তমাল' নামক একটি গল্প লিখেছিলেন নবজী দাস। এই গল্পটি গিরিশ ঘোষকে অনুপ্রাণিত করেছিল 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি রচনা করার জন্য। আমাদের এই নাটকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম থেকে মানব প্রেমের কথা বেশি করে এসেছে। এই পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত সেই সময় মানবিকতাকে বাঁচানো এই সময়ের দাবী।

দলের কথা

২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত চাকদহ নাট্যজন এখনও অবধি ৫টি নাটক, তিনটি কর্মশালা এবং একটি নাট্যোৎসব করেছেন। প্রথম নাটক চন্দন সেনের 'দুই হুজুর'। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটক 'তিন মোহনা' নাট্যজনকে প্রভূত স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

মঞ্চে

বিশ্বমঙ্গল	দেবশঙ্কর হালদার
পাগলিনী	সঞ্জিতা
চিন্তামনি	শৈলী দত্ত
থাকোমনি	অদিতি লাহিড়ী
বাবু-১	সঞ্জীব সাহা
বাবু-২	অঙ্কন ভট্টাচার্য
বাবু-৩	বুবাই মাইতি
বাবু-৪	দীপ্তেশ মুখার্জী
সন্ন্যাসী	সুমন পাল
ভিখারী	অভীক ধর
ভোলা	অচিন্ত্য দত্ত
পুরোহিত	অয়ন চ্যাটার্জি
বনিক	দীপক নায়েক
অহল্যা	উর্বী ভট্টাচার্য
মানদা	শর্মিলা ধর
রাখাল	সৌরভ বিশ্বাস
গ্রামবাসী ১	প্রিয়াংশু দাস
গ্রামবাসী ২	নয়ন বর্মন
গ্রামবাসী ৩	দীপায়ন পাল

নেপথ্যে

মঞ্চ	নীল কৌশিক
আবহ	শুভদীপ গুহ
আলো	মনোজ প্রসাদ
শব্দ প্রক্ষেপণ	অভিক চক্রবর্তী
রূপসজ্জা	মহঃ আলী, জিকো কাবাসী
কোরিওগ্রাফি	সোমনাথ দত্ত
পোষাক	সূপর্ণা হালদার
নামাঙ্কন ও প্রচার অলঙ্করণ	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপায়ন	সুমন পাল

নির্দেশনা

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্ররঙ মাহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

আরশিনগর

প্রযোজনা: ধ্রুপদ নাট্যসংস্থা, হুগলি
নির্দেশনা: দেবাশিস চক্রবর্তী

মঙ্গলবার
৫ নভেম্বর ২০১৯

বেলা ৩.০০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত

আরশিনগর

নাটকের কথা

আরশিনগর নাটকটি ছায়াকুমারের জীবন নিয়ে। ছায়াকুমার ও লীলাবতীর বিবাহের দ্বিতীয় দিনেই ছায়াকুমার তার স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায় — ব্যবসার মাধ্যমে টাকা রোজগারের জন্য। এ নাটকের গল্প সেই বিচ্ছেদ এবং প্রেমের দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু হয়। লীলাবতী এবং ছায়াকুমারের প্রেম সব বিভেদকে কাটিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা — এই নাটক সেই গল্পই বলে।

—দেবাশিস চক্রবর্তী

নির্দেশকের কথা

ভালবাসা কারে কয়? সেকি কেবলই বস্তুগত নাকি এক চিরন্তন অনুভব? নাটক আরশিনগর সেই ভালবাসার অন্বেষণে পাড়ি দেয়। সেই ভালবাসা যাকে জাতি, ধর্ম বা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আবদ্ধ রাখা যায় না, সেই ভাবনাকে এই নাটকে লোকসংগীতের আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা যেমন, ঝুমুর, ভাদু, তুসু, সারি, জারি, সুফি ইত্যাদির মাধ্যমে এ নাটকের গল্পকথা উপস্থাপিত হয়েছে।

দলের কথা

১২ই জানুয়ারী, ২০০২ সালে টালা ধ্রুপদ নাট্য সংস্থার চলার শুরু। প্রথম বছরে দুটি প্রযোজনা — চন্দন সেনের 'সীমন্তিকা' ও প্রদীপ মৌলিকের 'হস্তবুদ'। পরবর্তীতে 'নাকাল', 'রঙের হাট', 'উন্মনা মন', 'উড়ো মেঘ', 'খাঁচার পাখি' একের পর এক প্রযোজনা। সাম্প্রতিক 'আরশিনগর' একটি জনপ্রিয় ও সফল প্রযোজনা।

মঞ্চে

ছায়াকুমার	অভীক দাস
লীলাবতী	শ্রেয়া বিশ্বাস
দেবকী নন্দন	অরূপ মান্না
সুরভী দেবী	মিতা রায়
সরকার মশাই	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ভানারু	বিশ্বনাথ সাহা
কানাই	পরিক্ষীৎ চট্টোপাধ্যায়
মায়া কুমার	জয়ন্ত চক্রবর্তী
রাজা ও সূত্রধর	দেবাশিস চক্রবর্তী
পাহারাদার	গৌতম বিকাশ চন্দ্র
পাঁচির মা	সঞ্চিতা সিংহ রায়
সখী দল	মৌমিতা চক্রবর্তী বসু, প্রিয়ঙ্কা দে, শুক্লা পাল, সঞ্চারী সিংহ রায়
গ্রামবাসী	অভিজিৎ চ্যাটার্জী, সুমন চক্রবর্তী, ইমন দাস, উৎসব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ পাসি, রাজ হক
বাউল	সুমন মুখোপাধ্যায়

নেপথ্যে

আলোকসজ্জা	বাবলু সরকার
রূপসজ্জা	প্রতাপ রায়
আবহ	সুবীর সান্ন্যাল
আবহ অনুষঙ্গ	তন্ময় শাসমল
আবহ নিয়ন্ত্রণ	বিভাস গুপ্ত
মঞ্চসজ্জা	রানা দে, মানব দে

নির্দেশনা

দেবাশিস চক্রবর্তী

ইন্দ্ররঙ্গ মহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

অন্ধযুগ

প্রযোজনা: এবং আমরা, পশ্চিম বর্ধমান

নির্দেশনা: কল্লোল ভট্টাচার্য

মঙ্গলবার

৫ নভেম্বর ২০১৯

সন্ধে ৬.৩০

মনোনয়ন

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত

শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা

অন্ধযুগ

নাটকের কথা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশতম দিন থেকে নাটকের শুরু। কুরু পাণ্ডবের এই মহারণে একে একে ঘটতে থাকে দুর্যোধনের পরাজয় ও মৃত্যু, অশ্বত্থমার তাণ্ডব ও পরাজয় এবং অন্ধত্ব। কৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ। এরপর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহন করেন। ঘোষণা করেন রাজ্য চলবে সততার ভিত্তিতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যুধিষ্ঠির দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন যা প্রজাদের অসহিষ্ণুতার কারণ হয়। জুজুৎসু এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। যুধিষ্ঠিরের ভাই এবং সমর্থকরা বিদ্রোহীদের ভয় দেখায় এমনকি জুজুৎসুকে অপমানও করে। জুজুৎসু দুঃখে আত্মহত্যা করেন। একদিন যুধিষ্ঠিরকে ঘুমোতে দেখে পরীক্ষিত সামনের রাস্তাধরে হেঁটে যেতে চায়, কিন্তু সেই পথ ছিল ল্যাণ্ডমাইন বিছোনো। কৃষ্ণ এবং গান্ধারী তাকে সেই পথে যেতে বারণ করেন, পরীক্ষিত শোনেনা, তারা যুধিষ্ঠিরকে ডেকে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ঘুম ভাঙ্গে না। অতএব ল্যান্ড মাইন ফাটে, রক্তে ভেসে যায় চরাচর।

নির্দেশকের কথা

মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সঙ্গে আজকের সময়ের রাজনীতিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও নাটকটির প্রেক্ষাপট প্রাচীন মহাভারত কিন্তু নাটকে ব্যবহৃত সব সামগ্রীই সমকালীন। আর এই ব্যঞ্জনাই আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের সংযোগ স্থাপন করে। আধুনিক সজ্জা, আধুনিক অভিনয় আঙ্গিক এবং সমকালীন সামগ্রীর ব্যবহার এক নতুন নাট্যভাষার জন্ম দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

দলের কথা

১৯৯৪ সালে তৈরী হওয়া এই দলটির বর্তমান সক্রিয় সদস্য ৩০ জন। যাদের অনেকেই স্থানীয় আদিবাসী ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া। 'অন্ধযুগ' নাটকটি কেরালার নবম আর্ন্তজাতিক থিয়েটার উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও তাদের আরোও দুটি নাটক 'ভারতরঙমহোৎসবে' প্রদর্শিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক স্তরের নাট্যব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার ইতিহাস রয়েছে এই দলের।

মঞ্চে

ধৃতরাষ্ট্র / কৃপাচার্য	সুফি মোরসাদুল আফরিন
কৃষ্ণ	রাকেশ ঘোষ / মিঠুন সরকার
গান্ধারী / দ্রৌপদী	তনুশ্রী ভট্টাচার্য
অশ্বত্থামা	তামস বাউরি
যুধিষ্ঠির	তামস চ্যাটার্জী
সঞ্জয় / ব্যাস	বাসুদেব গোস্বামী
বিদুর	স্বরূপ চ্যাটার্জী
অর্জুন	মিঠুন সরকার
দুর্যোধন	রবীন বাউরি
ভীম	বনমালী বাউরি
জুজুৎসু	রাধাবল্লভ বাউরি
আশুতোষ	গনেশ খোড়া
পরীক্ষিত	সুচিস্মিতা ভট্টাচার্য্য
কন্ট্রাকটর	কল্লোল ভট্টাচার্য্য
সমবেত	বাপি বাউরি, অনীত নাগ, বিষ্ণু সমাদ্দার, সৌমেন বাউরি, শান্তা বাউরি, কিশোর বাউরি

নেপথ্যে

আলো	দেবব্রত সরকার
আবহ	মানিক বাউরি, উদয় বাউরি, অমিত নাগ, চঞ্চল বাগদী

নাটক, মঞ্চ সজ্জা, অভিনয় ও নির্দেশনা
কল্লোল ভট্টাচার্য

ইন্দ্ররঙ মাহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

আমি অনুকুলদা আর ওরা

প্রযোজনা: অশোকনগর নাট্যমুখ

নির্দেশনা: অভি চক্রবর্তী

বুধবার

৬ নভেম্বর ২০১৯

বেলা ৩.০০

মনোনয়ন

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা

নাটকের কথা

সোমেশ নামে একটি পরিজনবিহীন লোক হাসপাতালে শুয়ে। এমন সময় তার এক বন্ধু অনুকুলদা আসে। সোমেশ তার সঙ্গে নিজের দুর্ঘটনা ও ডিভোর্সের ব্যাপারে কথা বলে। এরপর একটি মেয়ে আসে। সে দাবী করে যে সে সোমেশের কন্যা। পরিশেষে মানুষের বেশে আসেন ঈশ্বর। তিনি সোমেশকে নরকে নিয়ে যেতে চান। সোমেশ যুক্তির প্রতিরোধ খাড়া করে। এভাবে যুক্তি-তক্কো পাল্টা যুক্তির মধ্যে নাটক এগিয়ে চলে। — অভি চক্রবর্তী

নির্দেশকের কথা

এ নাটক বাস্তব এবং পরবাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতের ওপর দাঁড়িয়ে। শেয়ালের নিজ গর্তে ঢুকে পড়ার সুযোগ আছে, পাখির বাসা আছে, কিন্তু মানুষের আছে শুধুই পথচলা — এক থিয়েটার থেকে আর এক থিয়েটারে। এটা আমার বিশ্বাস। একটি থিয়েটার কি শুধুই একটা প্রযোজনা? নাকি এটা একটা আত্ম-অন্বেষণ? অন্বেষণ এক নতুন সূর্যোলোকের — যে সকাল এক নতুন আশা নিয়ে আসবে। আমি আসলে চেষ্টা করছি সেই সূর্যরশ্মির পথ ধরে হেঁটে যেতে।

দলের কথা

অশোকনগর নাট্যমুখের যাত্রা শুরু ২০০০ সালে। শিয়ালদহ থেকে প্রায় চল্লিশ কিমি দূরে এই নাট্যদল শুরু থেকেই নাট্য-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশনা, শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষণ, নাট্য-উৎসব ইত্যাদি করে এসেছে নিয়মিত। নাট্যমুখ নাট্যদলের নিয়মিত পত্রিকা নাট্যমুখ নাট্যপত্রের বিশেষ কিছু সংখ্যা খুবই সমাদৃত হয়। নভেন্দু সেনের 'মল্লভূমি' দিয়ে যাত্রা শুরু করে এই নাট্যদলের। প্রথম পাঁচ বছর আমন্ত্রিত পরিচালক নির্দেশনার কাজ করলেও পরবর্তীতে অভি চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ব্রাত্য বসুর লেখা 'অপারেশান ২০১০' নাট্য-নির্মাণের মধ্যে দিয়ে পরিচিতি লাভ করে নাট্যমুখ। পরে একে একে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল বাশার, রবিশংকর বলের সাহিত্য থেকে নাট্য তৈরি করে যথাক্রমে 'দিবারাত্রির গদ্য', 'কাগজের নৌকো', 'নেমেসিস', এছাড়াও স্বপনকুমারের গল্প থেকে 'রাতবিরেতের রক্তপিশাচ' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' এবং 'কন্যা তোর'। অশোকনগর নাট্যমুখের খোলা হাওয়া জাতীয় নাট্যোৎসব ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত। বর্তমানে ব্রাত্য বসু'র লেখা 'আমি অনুকূলদা আর ওরা' এবং সত্যব্রত রাউত নির্দেশিত ও সংগীতা চক্রবর্তী অভিনীত 'গান্ধারী' এই নাট্যদলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মঞ্চে

সোমেশ-১	সঞ্জীব বক্সী
সোমেশ-২	ঋষভ বসু
অনুকূলদা	সুমন্ত রায়
মেয়ে	মনোমিতা চৌধুরী
ভগবান	সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
নার্স	সংগীতা চক্রবর্তী

নেপথ্যে

আলো	সুদীপ সান্যাল
মঞ্চ	সৌমিক চক্রবর্তী
মঞ্চ নির্মাণ	অদ্রীশ কুমার রায়
আবহ	দিশারি
মেকাপ	আলোক দেবনাথ
পোশাক	অভি চক্রবর্তী
সহ নির্দেশনা	অরূপ গোস্বামী ও জয় চক্রবর্তী
সামগ্রিক সমন্বয়	অসীম দাস

নির্দেশনা
অভি চক্রবর্তী

বাকি ইতিহাস

প্রযোজনা: মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, মালদা
নির্দেশনা: সুব্রত পাল

বুধবার

৬ নভেম্বর ২০১৯

সন্ধে ৬.৩০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ আবহ

নাটকের কথা

অন্ধকার আবর্তিত বৃত্তের ভিতরেই এক অন্ধ-ইতিহাসে বাঙালি জীবন দেখে বেড়িয়েছে। আজও দেখছে। তাই সংগ্রাম-বিমুখ এই জাতির আত্মহত্যা-প্রিয় এক জীবন দর্শনই পছন্দ। বিদ্রোহ বিপ্লবে নেই। আন্দোলনে অনাগ্রহ। নতুনভাবে সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি উল্টে দেখতে শেখেনি। কেবলমাত্র কোনঠাসা ভিজে ন্যাতা হয়ে ঝুঁকিহীন চাতুরীতে ভাবের ঘরে চুরি করেই, এই জাতের যত গরিমা। আত্মপ্রবঞ্চক বাঙালির অন্তরে তেজ নেই। সেই মরা অস্তিত্ব-তেজে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাতেই তেল সলতে দিয়ে অনির্বাণ আগুন জ্বালাতে চেয়েই বাদল সরকার বাকি ইতিহাস নাটক লিখেছিলেন। একই পরিক্রমায় দুই বা ততোধিক মৃত্যু কল্পনায় নিজেদের আত্মহত্যাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রের খবর থেকে উঠে এসে বাসন্তী এবং শরদিন্দুর গল্প লেখায়। মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্ব-সংযোগ খুঁজেছিলেন বাদল সরকার তার 'বাকি ইতিহাস' নাটকের ছত্রে ছত্রে। আত্ম-চিন্তনের অন্দরমহলে দুই গল্পের এক চরিত্র সীতানাথ, বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে গোড়ায় গলদটুকু ধরিয়ে দিয়ে যায়। বেঁচে থেকে বিশ্বের হাজারো মরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সংবাদ মৃত্যুর ওপারের মস্ত কীর্তি।

— সুব্রত পাল

নির্দেশকের কথা

বাদল সরকারের ''বাকি ইতিহাস''। পড়েছি দুই যুগ আগে। শরদিন্দু ও সীতানাথের অবস্থানে নিজেকে রেখে নিজেকে মাপতে চাইতাম। এ যেন চিনতে না পারা, বুঝতে না পারা, অন্য আর এক আমি। জীবনকে যুক্তিহীনভাবে ভালোবেসে কখন যে আমার অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটে গেছে তা বুঝতেই পারিনি। বর্তমান চারপাশের ভয়, বিশ্বাসহীনতা, গণ্ডীবদ্ধতা, হিংসা, আত্মমগ্নতার সুবিশাল পরিধিতে, বার্ষিক বা আহ্নিক গতি নিয়ে পাক খেতে খেতে জীবনের সত্যিকারের সংজ্ঞাটাই ভুলে গেছি। যুক্তিকে অস্বীকার করি, সিদ্ধান্তকে ভয় পাই। ''মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে''—চাবুকের মতো আঘাত অনুভব করেছি সর্বক্ষণ। সত্যিই তো, ''মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়''? ভেবেই ফেললাম 'বাকি ইতিহাস' অভিনয় করবার কথা। তারপর, ফার্স্ট... সেকেন্ড... থার্ড বেল... শুরু করছি বাদল সরকারের নাটক 'বাকি ইতিহাস'।

দলের কথা

কয়েকজন সমমনস্ক তরুণ নাটক শিখে নাটক করার সংকল্প নিয়ে তৈরি করে ফেলল একটি নাটকের দল। সালটা ২০০৬। ১৮ ডিসেম্বর। অসিত মুখোপাধ্যায় স্মারক সম্মানে সম্মানিত মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম দলের লোগো তৈরি করে দিলেন বিখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্ব শ্রী বিভাস চক্রবর্তী। বর্তমানে দলের সদস্য সংখ্যা ৬৭। শিশুদের বিভাগ এই দলের সম্পদ। এখনও প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে ৪-৫ দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম প্রযোজিত অন্য নাটকগুলি হল — 'পাথর', 'কাল বা পরশু', 'একটি ছাতা দুটি মাথা', 'মৌমাছি', 'খেলনা ভাঙার শব্দ', ভাঙন', ইচ্ছাপুরণ', 'অবাক জলপান', 'হুজুগপোযোগী', সুটকেস', 'বিদূষক', 'নানাঘর'। ভাঙন নাটকটি দেখে কবি শঙ্খ ঘোষ মহাশয় ভুয়সী প্রশংসা করেন। নাটক ছাড়াও এই দলের প্রতিটি সদস্য বন্যাত্রাণ থেকে রক্তদান, দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রাছাত্রীদের বই দেওয়া থেকে শীতপোষাক দেওয়া ইত্যাদি সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নেয় উৎসাহ ভরে। প্রতিবছর নাট্য বিষয়ক সেমিনার, নাট্য উৎসব, বিশ্ব নাট্যদিবস পালন আয়োজন করে এই দল।

মঞ্চে

শরদিন্দু	বিপ্লব কুমার বোস
বাসন্তী	তৃপ্তি সাহা
বাসুদেব ও নিখিল	সঞ্জীব কুমার দাস
প্রথম সীতানাথ	সৌমেন সেন
প্রথম কণা	মোনালিসা মুখার্জী
কোর্ট বেলিফ	মাধব দাস
দ্বিতীয় কণা	রত্নাশ্রী দেব
বিজয়	মান্না হালদার
দ্বিতীয় সীতানাথ	সুব্রত পাল
বিধুভূষণ বাবু	দ্বিজেন দত্ত
কোরাস	দেবদীপ দত্ত, পৌলোমী প্রামাণিক, অর্কসমা প্রামাণিক, অমিতাভ চৌধুরী, সুরজিত হালদার, অপূর্ব সরকার, প্রবীর স্বর্ণকার, শ্রয়ন রহমান, অনুরাগ সেনগুপ্ত ও সুদিতি সাহা

নেপথ্যে

নাটককার	বাদল সরকার
আলো	রত্নদীপ গোস্বামী
আবহ	কৌশল গোস্বামী
রূপসজ্জা	সঞ্জীব কুমার দাস, মোনালিসা মুখার্জী, অমিতাভ চৌধুরী এবং পৌলোমী প্রামাণিক
পোশাক	তৃপ্তি সাহা
মঞ্চ সামগ্রী	রত্নাশ্রী দেব

মঞ্চ, সম্পাদনা ও নির্দেশনা

সুব্রত পাল

ইন্দ্ররঙ্গ মাহোৎসব
INDRARANG MAHOTSAV 2019

মৃত্যু সংবাদ

প্রযোজনা: অশোকনগর প্রতিবিম্ব, উ. ২৪ পরগনা
নির্দেশনা: পার্থসারথী রাহা

বৃহস্পতিবার

৭ নভেম্বর ২০১৯

বেলা ৩.০০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

মৃত্যুসংবাদ

নাটকের কথা

'মৃত্যুসংবাদ' একটি নাটকের 'অ্যাবসার্ড' ফর্ম। যাকে নাটককার নিজেই 'কিমিতিবাদী' নাটক বলেছেন। একজন সদা ভীত মানুষ সুবোধ পাড়ার ছেলেদের সর্দার বুলুকে ভালোবাসে। নীরেনকাকু নামে একজন মদ্যপ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে দেখতে পাই। সে বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। একজন মানুষ আসে যে দাবী করে সে তার বাবাকে মেরেছে এবং একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। বুলু সেই মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। মা সুবোধকে আরও ভীত ও অসহায় করে তোলে। এমন সময় সেই বাবা এসে জানায় তার পুত্র তার হন্তারক নয়, এটা তার পুত্রের বিভ্রম। পরিশেষে বোঝা যায় বাবা এবং পুত্র সম্পূর্ণ কল্পনার জগতে বাস করে।

— পার্থসারথি রাহা

নির্দেশকের কথা

'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি এর আগে অনেক বিদগ্ধ নাট্য ব্যক্তিত্বের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাই প্রাথমিকভাবে আমি একটু দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু এই দ্বিধাই আমার ভেতর তীব্র আশঙ্কা তৈরী করে এই নাটকটি পুনর্বার মঞ্চস্থ করার জন্য। আমি নাটকটিকে একজন সহ অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। বাকীটা দর্শকদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

দলের কথা

২০১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর মূলতঃ শ্রী পিনাকী গুহ ও শ্রী পার্থসারথি রাহার উদ্যোগে এই দলের পথ চলা। সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'মৃত্যুসংবাদ'। এছাড়াও পরবর্তী প্রযোজনার কাজ চলছে। খুব পুরোনো দল না হলেও ইতিমধ্যেই আশা করি আমাদের কাজ দর্শকদের ভাবনায় ছাপ ফেলেছে।

মঞ্চে

নীরেনকাকু	সুমন্ত রায়
আগুন্তুকের বাবা	অনুপম চন্দ
সুবোধ	শান্তনু নাথ
বুলু	অর্পিতা পাল
কোরাস	প্রভাত, মিঠুন, সুরজিৎ, পুষণ, শুভজিৎ

সম্পাদনা এবং নির্দেশনা

পার্থসারথি রাহা

নেপথ্যে

মেক আপ	সঞ্জয় পাল
আলো	সৌমেন চক্রবর্তী
আবহ	উজান চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চ	নীল কৌশিক
আবহ প্রক্ষেপণ	অভীক চক্রবর্তী
পোষাক	বর্ণালী দে
ক্যালিগ্রাফি	তর্পণ সরকার
প্রযোজনা সহযোগী	সাধন, সুতপা, রাজীব, অয়ন, রিঙ্কি

দাদার কীর্তি

প্রযোজনা: নৈহাটি ব্রাত্যজন, উ. ২৪ পরগনা
নির্দেশনা: অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার
৭ নভেম্বর ২০১৯

সন্ধে ৬.৩০

মনোনয়ন
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
শ্রেষ্ঠ নাটককার
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা
শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা
শ্রেষ্ঠ আবহ

দাদার কীর্তি

নাটকের কথা

ভালোবাসা এক চিরন্তন আবেগ। আমরা যতই এগোচ্ছি ততই ভালোবাসার মতো এক সতত সত্যকে পিছনে ফেলে দিচ্ছি। 'দাদার কীর্তি'র চরিত্ররা চেষ্টা করেছে সেই উত্তাপকে ফিরিয়ে আনতে। যা ক্ষীণ হলেও এখনও জীবন্ত। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমদিকের এই রচনা, যা পরবর্তীতে তরুণ মজুমদারের পরিচালনায় সিনেমা হয়েছিল, তারই নাট্যরূপ 'দাদার কীর্তি'।

নির্দেশকের কথা

আমি তো নির্বাক হয়ে গেছিলাম যখন শ্রী পার্থ ভৌমিক 'দাদার কীর্তি'র নির্দেশনার দায়িত্ব আমায় দিলেন। পরবর্তীকালে আমার গুরু শ্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গেও কথা হলো। তাঁরা দু-জনেই আমাকে প্রবল উৎসাহ দিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব হতো না। আমরা নাটকটিকে একটা মিউজিক্যাল কমেডি হিসাবে তৈরি করার পরিকল্পনা নিই। মঞ্চে সবসময়েই নাচ ও গানের একটা গুরুত্ব থাকবে। এটাই আমার লক্ষ্য ছিলো। সম্মানীয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের স্বকণ্ঠে গাওয়া 'বয়েই গেছে' গানটি এই নাটকের সম্পদ হয়ে উঠেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

— অরিত্র ব্যানার্জ্জী

দলের কথা

বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক ব্রাত্য বসুর পরামর্শে এই দলটি প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নেয় সামাজিক বার্তা আছে এমন জনপ্রিয় সিনেমাগুলির নাট্যরূপ দেওয়া হবে। প্রথম প্রযোজনা ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমার নাট্যরূপ। দ্বিতীয় প্রযোজনা আলেহান্দ্রো ইনারিত্তুর *21 Grams* থেকে ব্রাত্য বসুর নির্দেশনায় '২১ গ্রাম'।

মঞ্চে

কেদার	দেবরাজ ভট্টাচার্য
মলি (বৌদি)	দেবযানী সিংহ
সন্তু	নভোজিৎ দেব (ঋক)
ক্ষিতীন	বাবলু চৌধুরী
পরিতোষ	পার্থ ভৌমিক / সুরজিৎ রায়
হৃদয়নাথ	অরন্য দত্ত মিত্র
অমরনাথ	অঞ্জন নাথ
ফুলথতিয়া	মেরী অধিকারী
ডাক্তার	সুশান্ত বসু
গাবু	স্নেহাশীষ দে
ভোম্বল	প্রসেনজিৎ বর্ধন
সরস্বতী	সৃজিতা ঘোষ
বীনা —	সায়নী ঘোষ
ক্ষিতীনের স্ত্রী	রূপা মজুমদার
পরিতোষের স্ত্রী	সুস্মিতা গাঙ্গুলী
কেদারের বাবা, গোছ, হোটেল ব্যবস্থাপক	অতনু মিত্র
অমূল্য (বাঙাল)	পার্থ প্রতিম দাস
খ্যাঁচা	শুভম শীল
নাচের ছেলে ও মেয়ে	সায়ন্তন কুণ্ডু, প্রত্যুষ দাসগুপ্ত, শ্বেতা কর, মৌমিতা মণ্ডল, নিবেদিতা রাজবংশী, দীপা রায়, শঙ্কর দত্ত

নেপথ্যে

মঞ্চ পরিকল্পনা	পার্থ মজুমদার
মঞ্চ নির্মাণ	মিদাস ত্রিলোচন
আলো পরিকল্পনা	সৌমেন চক্রবর্ত্তী
আলো প্রক্ষেপক	শুভজিৎ মণ্ডল
আবহ	শুভদীপ গুহ
নৃত্য পরিকল্পনা	প্রসেনজিৎ বর্ধন
রূপসজ্জা	অলোক দেবনাথ
আবহ প্রক্ষেপক	কৌশিক সজ্জন
কেশসজ্জা	তনুশ্রী সেনগুপ্ত
কণ্ঠসংগীত	নূতন ভৌমিক, সমাদৃতা পাল, দেবশ্রী রায়, দেবরাজ ভট্টাচার্য ও প্রসেনজিৎ বর্ধন
স্থিরচিত্র ও প্রচারসজ্জা	তমাল মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ	জিতব্রত পালিত
পরিমার্জনা	সুদীপ সিংহ
নাটক	দেবাশিস

অন্ত্রপ্রণর
পার্থ ভৌমিক

নির্দেশনা
অরিত্র ব্যানার্জ্জী

Paikpara

INDRARANGA

B-13/7 Indralok Estate-I, Kolkata 700 002, West Bengal, India
Email: indraranga07@gmail.com, info@indraranga.org
Phone: 99038 87488, 98745 87099
www.indraranga.org.in